যুগান্তর

ছাত্রলীগের কমিটিতে সন্ত্রাসী

ছাত্রলীগের নূতন কমিটিতে চিহ্নিত কয়েকজন সন্ত্রাসী অন্তর্ভুক্তির খবরে আ
উদ্বিগ্ন। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্বন্ধে দেশের সচেতন ভুক্তভোগী ম
মাত্রই কমবেশি অবগত। ছাত্র সংগঠনগুলির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণেই
বৎসরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল উৎ
রাজনৈতিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৎ
ক্লাস হইয়াছে মাত্র ১২১ দিন। গত বৎসরের শেষ দিকে নূতন সরকার ক্ষম
আসিবার পরপরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ঢ
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। স
ক্যাডারদের হল দখলসহ নানাবিধ সহিংস ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ম
সবসময়ই আতঙ্ক বিরাজ করে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যখন নিয়মতা
লেখাপড়ার বাইরে সশস্ত্র অস্ত্রের মহড়াসহ হল দখল, নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতি
প্রতিষ্ঠার জন্য নানা সহিংস তৎপরতা চলিতেছে তখন ছাত্রলীগের নূতন কমিটি
চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্তি উদ্বেগের কারন হইতে বাধ্য।

সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেত্রীদ্বয় বহুবার ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখি
অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের সকল অঙ্গীকারই বর্তমান
রাজনীতির অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসার অশুভ ঘূর্ণাবর্তে হারাইয়া যায়। দে
দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের দুই ছাত্র সংগঠনেরই অভিন্ন চেহারা। অছাত্র, মাস্ত
সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলবাজ, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, খুনি এমনকি ধর্ষক প
ছাত্র নেতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কালিমা লিপ্ত করিয়াছে। না বলিলে সত্যে
অপলাপ হইবে যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অশান্ত নাজুক পরিস্থিতির জন্য দ
বর্তমানের প্রতিহিংসাপরায়ণ, আদর্শহীন, ঐতিহ্যহীন ছাত্র রাজনীতি। এখানকার ছ
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মূলত সংশ্লিষ্ট মূল রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডারে পরি
হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অচল। আজকের ক্যাডারসর্বস্ব অসুস্থ ছাত্র রাজনীতি
কালো মেঘ অতীতের ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল মহিমাকে মসিলিপ্ত করিতে
'৫২, '৬২, '৬৯, '৭১ ও '৯০-র সোনালী অর্জন আজ অনেকটাই ম্লান হই
পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ এবং নানাবিধ হীন উদ্দেশ্য ও প্রতিহিং
চরিতার্থের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়াতেই চলিতেছে ছাত্র রাজনীতি নাম
ছাত্র সন্ত্রাস। মুখে বক্তৃতা-বিবৃতির তুফান ছুটাইয়াও শেষ পর্যন্ত আমাদের নেত
নেত্রীরা ক্যাডারভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির দানবকে দিনের পর দিন পুষিতেছেন। যাহ
ভয়াবহ পরিণাম ইতিমধ্যেই দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ছাত্রলীগের ৫২ বৎসরে
ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো সারাদেশে কাউন্সিলরদের ভোটে সভাপতি ও সাধা
সম্পাদক নির্বাচিত হন। অগণতান্ত্রিক, অসুস্থ ও একপেশে রাজনৈতিক আচা
আচরণের এই দেশে এইরূপ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা
আশান্বিত হইয়াছিলেন, ঠিক ততোধিক আশাহত হইয়াছেন নূতন কমিটি
সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্তির খবরে। ছাত্র রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক এই মুহূর্তে সে
বিতর্কে না গিয়াও আমরা বলিতে চাই যে, ছাত্র রাজনীতিতে প্রকৃত ছাত্রদেরই অন্তর্ভু
করিতে হইবে। সন্ত্রাস আর সহিংসতার কারণে শিক্ষাঙ্গনে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হই
ছাত্রছাত্রীবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো আর রাজনীতির প্রয়োজন পড়িবে ন
ক্যাডারসর্বস্ব ছাত্র রাজনীতি আজ দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোথায় লই
যাইতেছে উহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আজ যে নকলনির্ভর শিক্ষার কারণে দিনে
পর দিন জাতি মেধাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে উহাও প্রকারান্তরে ক্যাডারসর্বস্ব ছা
রাজনীতিরই অশুভ পরিণাম। বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের চ
নয়, অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হইতে হইবে। উহার প্রথম ও প্রধান শর্ত শিক্ষাঙ্গ
সন্ত্রাসমুক্ত রাখা। আমরা আশা করি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রাজনীতিবিদগণ এ